তামাক নিয়ন্ত্রণ নীতি সুরক্ষায় এফসিটিসি আর্টিকেল ৫.৩ এর বাস্তবায়ন জরুরী

আর্টিকেল ৫.৩

সরকারের উদ্দেশ্য জনস্বাস্থ্য উন্নয়নে তামাকের ব্যবহার কমানো, অপরদিকে তামাক কোম্পানিগুলোর উদ্দেশ্য মুনাফা অর্জন ও ব্যবসার প্রসার। তামাকজাত দ্রব্যের ক্ষেত্রে সরকার ও তামাক কোম্পানিগুলোর নীতি সম্পূর্ণ বিপরীত। তামাক কোম্পানিগুলো সরকারের তামাক নিয়ন্ত্রণ নীতি গ্রহণ ও বাস্তবায়নকে বাধাগ্রস্ত করতে নানা কৌশলে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে। ফ্রেমওয়ার্ক কনভেনশন অন টোবাকো কন্ট্রোল (এফসিটিসি) এর আর্টিকেল ৫.৩-র নির্দেশনা বাস্তবায়ন তামাক নিয়ন্ত্রণ নীতিসমূহের সুরক্ষায় একটি কার্যকর উপায়। এই আর্টিকেলে সরকারের তামাক নিয়ন্ত্রণ নীতিসমূহকে কোম্পানির প্রভাবমুক্ত রাখার বিষয়ে সুনির্দিষ্ট দিক নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। অর্থাৎ তামাক নিয়ন্ত্রণ বা অন্য কোন প্রয়োজনে তামাক কোম্পানির সাথে আলোচনার ক্ষেত্রে কি উপায়ে স্বচ্ছতা ও জবাবাদিহিতা নিশ্চিত করতে হবে সে বিষয়ে সুস্পষ্ট দিক নির্দেশনা রয়েছে।

নীতিতে তামাক কোম্পানির প্রভাব

মুনাফা লাভের উদ্দেশ্যে জনস্বাস্থ্য উন্নয়নে প্রণীত নীতিসমূহ প্রণয়নের ক্ষেত্রে তামাক কোম্পানিগুলো প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করে। তামাক কোম্পানির নিজস্ব তথ্যাদি বিশ্লেষণ, পর্যবেক্ষণ এবং গবেষণায় দেখা যায়, বিগত দিনে কোম্পানিগুলো সরকারকে বিভ্রান্তকর তথ্য প্রদানের মাধ্যমে আইন প্রণয়ন, আইন সংশোধন, তামাকজাত দ্রব্যের উপর কর বৃদ্ধি, সারচার্জ ব্যবস্থাপনা নীতি প্রণয়ন, তামাকজাত দ্রব্যের মোড়কে ছবিসহ স্বাস্থ্য সতর্কবাণী প্রদানসহ সহায়ক নীতিসমূহ ও তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন বাস্তবায়ন কার্যক্রম বাধাগ্রস্থ করতে বিভিন্ন ধরনের কূট-কৌশল অবলম্বন করেছে।

সামাজিক দায়বদ্ধতা কর্মসূচির আড়ালে বহুজাতিক তামাক কোম্পানিগুলোর নানাভাবে তামাকের প্রচার-প্রচারণা করছে। পাশাপশি, স্বাস্থ্য, আইন ও অর্থ মন্ত্রণালয়সহ সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় এর সাথে সরাসরি স্বাক্ষাত, বিভ্রান্তমূলক তথ্য প্রদানের মাধ্যমে পরিকল্পিত শ্রমিক আন্দোলন, চোরাচালান, কর ফাঁকি, সংসদ সদস্যদের বিভ্রান্ত করে তামাকজাত দ্রব্যের উপর কর বৃদ্ধি বন্ধে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড বরাবর চিঠি প্রেরণ, ফ্রন্টগ্রুপের মাধ্যমে উচ্চ আদালতে মামলা দায়ের, তরুণদের নিয়ে কনসার্ট, কনফারেন্স, বিভিন্ন প্রতিযোগিতার আয়োজনের মাধ্যমে নীতিতে প্রভাব বিস্তার করছে। আর্ন্তজাতিক চুক্তি ফ্রেমওয়ার্ক কনভেনশন অন টোব্যাকো কন্ট্রোল (এফসিটিসি) এর আর্টিকেল ৫.৩ অনুসারে তামাক কোম্পানিসমূহের এ ধরনের অপচেষ্টা প্রতিহত করে জনস্বাস্থ্যের উন্নয়নে প্রণীত নীতিসমূহের সুরক্ষায় পদক্ষেপ গ্রহণ জরুরী।

তামাক কোম্পানির সংজ্ঞা

সকল প্রতিষ্ঠান, সত্ত্বা, সমিতি, এবং ব্যক্তি যিনি তামাক কোম্পানির জন্য বা তামাক কোম্পানির পক্ষে কাজে নিয়োজিত আছে এমন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান। যেমন: তামাকজাত পণ্য উৎপাদনকারী, পাইকারী বিক্রেতা, পরিবেশক, আমদানীকারক, তামাক চাষী, খুচরা বিক্রেতা, ফ্রন্টগ্রুপ এবং অন্য কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান। এছাড়াও যেসব আইনজীবী, বিজ্ঞানী ও তদবিরকারী তামাক কোম্পানির স্বার্থ উদ্ধারে কাজ করে তারাও তামাক কোম্পানির অন্তর্ভুক্ত।

আর্টিকেল ৫.৩ এর নির্দেশনা/ নীতিসমূহ

আর্টিকেল ৫.৩ নির্দেশনা বা নীতিতে চারটি বিষয় উল্লেখ করা হয়েছে। তামাক কোম্পানির প্রভাব সম্পর্কে বিস্তারিতভাবে উল্লেখ থাকায় নির্দেশনাগুলো রাষ্ট্রসমূহের তামাক নিয়ন্ত্রণ নীতি সুরক্ষা ও এফসিটিসি বাস্তবায়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।

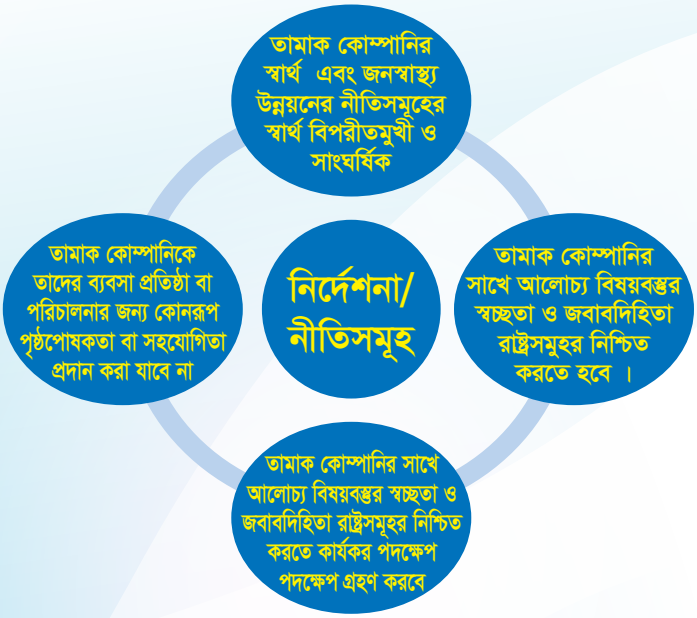

আর্টিকেল ৫.৩-বাস্তবায়নে সুবিধা

- তামাক নিয়ন্ত্রণ নীতি ও পরিচালনা পদ্ধতির সুরক্ষা প্রদান করবে।
- তামাক নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রম এর সুরক্ষা প্রদান ও সরকারের সকল প্রতিষ্ঠানের দক্ষতা বৃদ্ধি করবে।
- এফসিটিসি এর আর্টিকেল ৫.৩ এর বাস্তবায়নে আইনগত বাধ্যবাধকতা পূরণে সহযোগিতা করবে।
- তামাক নিয়ন্ত্রণসহ জনস্বাস্থ্য উন্নয়নে নীতি গ্রহণ ও বাস্তবায়নে রাষ্ট্রসমূহ এই নির্দেশনাসমূহ অনুসরণ করবে।
- তামাক নিয়ন্ত্রণ নীতিসমূহ বাস্তবায়নকারী সরকারের প্রতিষ্ঠানসমূহ তামাক নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রমকে তামাক কোম্পানির প্রভাবমুক্ত রাখতে জবাবদিহিতা প্রদান করবে।
- এই আর্টিকেলের নির্দেশনাসমূহ তামাক কোম্পানির কাছ থেকে যেসব ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান সুবিধা ভোগ করে তাদের কাছ থেকেও তামাক নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রমকে সুরক্ষা প্রদান করবে।
- এফসিটিসির আর্টিকেল ৫.৩ এর উদ্দেশ্য অর্জনে রাষ্ট্রসমূহ সুনির্দিষ্ট ঘটনার ক্ষেত্রে প্রয়োজনে এই নির্দেশনার চাইতেও কঠোরভাবে তামাক কোম্পানির প্রভাবকে প্রতিহত করবে।

আর্টিকেল ৫.৩-র সুপারিশমালা

তামাক নিয়ন্ত্রণসহ জনস্বাস্থ্য উন্নয়নে গৃহিত নীতিমালাসমূহকে তামাক কোম্পানির প্রভাবমুক্ত রাখতে নিম্নোক্ত ৮টি কার্যক্রম গ্রহনে সুপারিশ করা হয়েছে।

১. তামাক কোম্পানির হস্তক্ষেপ সম্পর্কে জনগণ এবং সরকারের সকল শাখায় কর্মরত সকলের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধি ও তথ্য প্রদানে উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।

২. তামাক নিয়ন্ত্রণ ও তামাক কোম্পানিসমূহের কার্যক্রম নিয়ন্ত্রণের প্রয়োজন ছাড়া তাদের সাথে সবরকম যোগাযোগ এড়িয়ে চলতে হবে। যদি আলোচনার প্রয়োজন হয় তবে তার স্বচ্ছতা নিশ্চিত করতে হবে।

৩. তামাক কোম্পানির পৃষ্ঠপোষকতায় তামাক নিয়ন্ত্রনে উদ্যোগ গ্রহন, স্বেচ্ছা-সেবকদের আচরন বিধি প্রণয়ন, নীতিমালা তৈরি ও বাস্তবায়নে তামাক কোম্পানির সাথে সব ধরনের অংশীদারিত্বমূলক ও অপ্রয়োগযোগ্য কার্যক্রম থেকে বিরত থাকতে হবে।

৪. সরকারের সঙ্গে তামাক কোম্পানির স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিষয়ে সংঘাত বিদ্যমান বিধায় তামাক কোম্পানির সাথে সরকারি কর্মকর্তা/কর্মচারীদের কোন কার্যক্রমে অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে সুনির্দিষ্ট নীতিমালা প্রণয়ন করতে হবে।

৫. তামাক কোম্পানিকর্তৃক প্রদানকৃত তামাক উৎপাদন, বিক্রয়, রাজনৈতিক অনুদান, তদবির ইত্যাদি বিষয়ে সরকারকে তথ্য দেয়ার ক্ষেত্রে স্বচ্ছতা ও সত্যতা নিশ্চিত করতে হবে।

৬. তামাক কোম্পানি কর্তৃক আয়োজিত "সামাজিক দায়বদ্ধতা কর্মসূচি" প্রমানের অপকৌশল ও চেষ্টাকে প্রতিহত ও নিয়ন্ত্রণ করতে হবে।

৭. তামাক কোম্পানির প্রতি কোনরূপ সুবিধা বা পক্ষপাতমূলক আচরণ থেকে বিরত থাকতে হবে।

৮. অন্যান্য তামাক কোম্পানিকে যেভাবে আইনগতভাবে নিয়ন্ত্রণ করা হয়, রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন তামাক কোম্পানিকেও একইভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে হবে।

আর্ন্তজাতিক অভিজ্ঞতা

আর্ন্তজাতিক অভিজ্ঞতায় দেখা গেছে, বিশ্বের কিছু দেশ তামাক নিয়ন্ত্রণে এফসিটিসি স্বাক্ষর করার পাশাপাশি এর আর্টিকেল ৫.৩ বাস্তবায়নে উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। ফিলিপাইনে স্বাস্থ্য বিভাগের অধীনে আনুষ্ঠানিকভাবে আর্টিকেল ৫.৩-র নির্দেশিকার বাধ্যবাধকতা বাস্তবায়নের জন্য একটি কমিটি গঠন করেছে। থাইল্যান্ড বহুজাতিক তামাক কোম্পানির হস্তক্ষেপের কৌশল চিহ্নিতকরণ এবং তা প্রতিহত করার পদ্ধতির ক্ষেত্রে উন্নতি সাধন করে যাচ্ছে। থাইল্যান্ড ইতিমধ্যে তামাক কোম্পানির হস্তক্ষেপ প্রতিহত করার জন্য এফসিটিসি নির্দেশিকার অধিকাংশই বাস্তবায়নের মাধ্যমে সফলতা অর্জন করেছে।

বাস্তবায়নে করণীয়

এফসিটিসি আর্টিকেল ৫.৩ বাস্তবায়নে নিম্নেক্তো বিষয়সমূহ পর্যালোচনা করা প্রয়োজন।

- তামাক কোম্পানির প্রভাব, আচরণ বিষয়ে কর্মকর্তাদের সচেতন করা।
- তামাক কোম্পানির সাথে সরকারি কর্মকর্তাদের যে কোন ধরনের বৈঠক এর পূর্বে নোটিশ প্রদান করা।
- তামাক কোম্পানির সাথে সভার আলোচিত তথ্যসমূহ বিতরণের ব্যবস্থা করা।
- এফসিটিসি আর্টিকেল ৫.৩ বাস্তবায়নে একটি সুনির্দিষ্ট গাইড লাইন প্রণয়ন করা।
- তামাক নিয়ন্ত্রণের প্রয়োজনে সকল সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীর জন্য তামাক কোম্পানির সাথে সম্পর্ক বিষয়ে আচরন বিধি প্রণয়ন করা।
- এফসিটিসি আর্টিকেল ৫.৩ বাস্তবায়ন নিশ্চিত করতে একটি মনিটরিং সেল গঠন করা।
- নীতি নির্ধারনী সিদ্ধান্ত গ্রহনের সভাসমূহ থেকে তামাক কোম্পানিগুলোকে বিরত রাখা।
- তামাক কোম্পানির সাথে যোগাযোগ সীমিত করা এবং যোগাযোগের ক্ষেত্রে স্বচ্ছতা নিশ্চিত করা।
- এফসিটিসি আর্টিকেল ৫.৩ বাস্তবায়ন নিশ্চিত করতে সরকারের পাশাপাশি তামাক নিয়ন্ত্রণে কার্যরত সংগঠনগুলোকে পর্যবেক্ষণ কাজে সম্পৃক্ত করা।

ওয়ার্ক ফর এ বেটার বাংলাদেশ ট্রাস্ট

১৪/৩/এ, জাফরাবাদ, রায়েরবাজার, ঢাকা-১২০৭। ০২৫৫০১৬৪০৯, ৫৫০১৬৬২৮, ০১৫৫২৪৯৩৫১৮
info@wbbtrust.org, www.wbbtrust.org